আমেরিকার ‘ঠিকানা’ পত্রিকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ শাহজাহান।।

Lieutenant General Moeen U Ahmed, psc

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান লে. জে. মঈন ইউ আহমদের একটি সাক্ষাৎকার ২৪ আগস্ট দেশের কয়েকটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকা সফরকালে সে দেশে বাংলাভাষায় প্রকাশিত ‘ঠিকানা’ পত্রিকার ২৩ আগস্ট সংখ্যার শীর্ষ সংবাদে ফলাও করে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধান কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ কথা বলেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠে সাক্ষাৎকারটির ডাবল কলাম হেডিং হলো “তৃতীয় শক্তি’ নামটি বুদ্ধিজীবীদের দেয়া, আমরা কোন শক্তি নই ॥ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী”। ঠিকানা’র সাংবাদিক সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন করেন ‘বাংলাদেশে বড় দুটি রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যকার বিরোধকে কেন্দ্র করে তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, এই তৃতীয় শক্তি বলতে কি সেনাবাহিনীকে বোঝানো হচ্ছে?’ এই প্রশ্নের জবাবে মৃদু হেসে সেনাপ্রধান বলেন, “আমি তো মনে করি আমরা কোন শক্তিই নই। তৃতীয় শক্তির নাম বা বিশ্লেষণটি দিয়েছেন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে চাই, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। দেশের

যদি সত্যিকারের উন্নয়ন চান তবে গণতন্ত্রকেই সমুন্নত রাখতে হবে। কারণ ওই দিন চলে গেছে যে, 'মাইট ইজ রাইট'। কেননা এ বিশ্ব হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিশ্ব। এর কোন ব্যত্যয় নেই। এছাড়া আমরা শপথ নিয়েছি দেশকে, দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষার জন্য।" দৈনিক সমকাল-এর তিন কলাম হেডিং হচ্ছে 'তৃতীয় শক্তি বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি'। আর দৈনিক ভোরের কাগজে তিন কলাম শিরোনাম হচ্ছে 'তৃতীয় শক্তি বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি সেনাবাহিনী কোন শক্তিই নয়'।

সেনাবাহিনী প্রধান লে. জে. মঈন ইউ আহমদকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। কেননা তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের কোন সুযোগ নেই। বহুল আলোচিত 'তৃতীয় শক্তি' যে সেনাবাহিনী নয় এ কথাও তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। 'তৃতীয় শক্তি' বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি এই অভিযোগ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীরাই জবাব দেবেন। সেনাপ্রধান তার বক্তব্যে জাতিকে মনে করে দিয়েছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার শপথ তারা নিয়েছেন। গণতন্ত্রের প্রতি সেনাপ্রধান দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করায় এ দেশের ভোলাভালা সাধারণ মানুষ অবশ্যই আশ্বস্ত হবেন।

কিন্তু সেনাবাহিনীর অতীত ইতিহাস কি স্বস্তিকর? স্বাধীনতার ৩৫ বছরে প্রায় ১৫ বছর দেশে সেনাশাসন বা সামরিক স্বৈরশাসন চলেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে সেনাবাহিনীরই একটি ক্ষুদ্র অংশ হত্যা করেছে। এই ঘাতক চক্রের মধ্যে সেনাবাহিনীর কিছু বহিষ্কৃত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও রয়েছে। এই সেনাবাহিনীরই কিছু সদস্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকেও হত্যা করেছে। তাদেরই কেউ কেউ ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধকালের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যই অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মে. জে. খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল হায়দার, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল নজমুল হুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল ওসমানের স্ত্রী নাজিয়া ওসমানসহ আরও অনেককে হত্যা করেছে। আবার সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরকে গোপন বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে আরেক সেক্টর কমান্ডার জে. জিয়াউর রহমান। শুধু তাই নয়, বঙ্গবুকে সপরিবারে হত্যার পর ১৫ আগস্টের ঘাতকচক্রই মুক্তিযুদ্ধের শীর্ষস্থানীয় চারনেতা, স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনাকারী প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অন্যতম মন্ত্রী এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে।

সেনাবাহিনীর হাতেই ১৫ আগস্ট ভোর রাতে টেলিফোনে খবর পেয়ে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবুকে রক্ষা করতে যাওয়ার পথে কর্নেল জামিল নিহত হয়েছেন। নিহত জে. জিয়া, জে. খালেদ মোশাররফ, জে. মঞ্জুর, কর্নেল তাহের, কর্নেল হায়দার ও কর্নেল নজমুল হুদা এই ৬ জন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৫ জন জীবিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব বীরোত্তম এবং একজন বীর বিক্রম উপাধি পেয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের যুদ্ধকালীন বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলির কথা এ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবুকে সপরিবারে হত্যার পর এই সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরাই ক্ষমতা দখলকারী অবৈধ খুনি সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। সেই সঙ্গে বিডিআর, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশপ্রধানও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অবৈধ খুনি সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। তবে সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সদস্য যেমন ১৫ আগস্টের ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, একই সঙ্গে সেনাবাহিনীরই কর্নেল জামিল এবং সেই কালরাতে পুলিশ বাহিনীর ১/২ জন সদস্য বঙ্গবুকে রক্ষার্থে জীবন দান করেছেন। বঙ্গবুর ঘাতকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা হলেও বঙ্গবুর জন্য জীবনদানকারী কর্নেল জামিল ও কালরাতে নিহত পুলিশদের জন্য রাষ্ট্র ও সরকার উল্লেখযোগ্য কী করেছে তা জানা দরকার। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে

অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী দুই স্বৈরশাসকের আমলে দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতনের কথা লিখলে এই নিবরে কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে।

তবে দু'জন রাষ্ট্রপতি হত্যা, জেলে জাতীয় ৪ নেতা হত্যা, ১৫ আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ডসহ অন্যসব হত্যাকাণ্ড ও অনিয়মের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যই জড়িত। পুরো সেনাবাহিনী এর জন্য অবশ্যই দায়ী নয়। তবে এটা ঠিক, সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশের অপরাধের জন্য সমগ্র সেনাবাহিনীর সুনাম ও ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। মনে রাখতে হবে, সেনাবাহিনী আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতাযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। তাছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সেনাবাহিনী গৌরবময় ভুমিকা রেখে চলেছে। দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও আমাদের সেনাবাহিনীর ভুমিকা খুবই প্রশংসনীয়। একটি ক্ষুদ্র অংশের কুকর্মের জন্য সমগ্র সেনাবাহিনীকে কোন ক্রমেই দায়ী করা ঠিক হবে না। দীর্ঘ চড়াই-উৎড়াইয়ের পর গত ১৫ বছর চালু থাকা নড়বড়ে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করার ব্যাপারে আমাদের সেনাবাহিনী তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব আগামী দিনগুলোতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পালন করবে সেনাবাহিনী প্রধানের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে দেশবাসী অবশ্যই তা আশা করতে পারে।

সেনাবাহিনী প্রধানের আরেকটি বক্তব্য এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। ওই সাক্ষাৎকারে সেনাবাহিনী প্রধানকে আরেকটি প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয় 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা আমাদের সেনাবাহিনীর সুনাম সর্বত্র রয়েছে, এটা যেমন সত্য ঠিক তেমনি সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর ভুমিকা নিয়ে অনেকে প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন।' এ প্রশ্নের জবাবে জেনারেল মঈন বলেন, 'প্রত্যেক নির্বাচনেই সরকার বললে আমরা সহযোগিতা করি। কিন্তু কোন নির্বাচনে সেনাবাহিনী কি কারও পক্ষাবলম্বন করেছে? গত নির্বাচন বলেন তার আগের নির্বাচন বলেন তারও আগের কথাই (১৯৯১) বলুন, আমরা কখনও কারও পক্ষে (নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন দল) কাজ করিনি। আমরা নিরপেক্ষ একটি সংস্থা। তা সত্ত্বেও আমাদের নিয়ে কেন এতো কথাবার্তা হয়? এর ভিত্তিটা কী? কেউ কি বলতে পারবেন আমার কোন সৈনিক বা অফিসার কোন বুথে গিয়ে কারও কাছে জোর করে ব্যালট কেড়ে নিয়ে বিশেষ কোন প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন? এমন কোন ইনসিডেন্ট কি আছে? তাহলে কীভাবে আপনি মনে করবেন যে, ভবিষ্যতেও আমরা নিরপেক্ষ থাকব না? আমাদের বলা হয় যে, বুথের ২০০ গজের ভেতরে যাবে না, আমরা যাই না।'

সেনাবাহিনী প্রধানের এই বক্তব্যের জবাবে বলা যায়, জে. জিয়া ও জে. এরশাদ তথাকথিত গণভোটে বা ৯৮% (এবং কোথাও কোথাও ১০০% এর ওপর) কথিত ভোট দানের ব্যাপারে অন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সেনাবাহিনীকেও ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ১৯৮৬-এর নির্বাচনে এরশাদ সরকার নির্বাচনের ফলাফল কারচুপিতে সেনাবাহিনীকেও ব্যবহার করেছেন বলে ব্যাপকভাবে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে '৯১ ও '৯৬-এর নির্বাচনে পরাজিত যথাক্রমে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করলেও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। কিন্তু ২০০১-এর নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ নির্বাচনের কারচুপির ব্যাপারে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে এবং কোন কোন এলাকায় নির্বাচনে সেনাবাহিনী সদস্যদের বিরুদ্ধে বিধি লপঘনের অভিযোগ এনেছে। নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে সেনাপ্রধান ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন কেউ কি বলতে পারবে, সেনাবাহিনীর কোন সদস্য কোন বুথে গিয়ে কারও কাছ থেকে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে কাউকে ভোট দিয়েছেন? এ কথা ঠিক, সেনাবাহিনীর কোন সদস্য ব্যালট পেপার নিয়ে কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেননি। নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কর্মরত সেনাবাহিনীর সব সদস্যের বিরুদ্ধে বা দেশের সব নির্বাচনী এলাকায় কারচুপির অভিযোগ করেনি। ২০০১-এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের

বিভিন্ন নেতা অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনের ২/৩ দিন আগে কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় সেনা সদস্যরা সন্ত্রাসী ধরার নামে যাদের বাড়ি রেইড করেছে তাদের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগ সমর্থক। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের অনেককেই নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কাজেই বিশেষ বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় সেনা সদস্যদের আওয়ামী লীগারদের বাড়ি রেইড করার পর মানুষ বুঝে ফেলে আর্মি একটি বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করছে। তাছাড়া আমাদের দেশে দু'জন সেনা সদস্যকে মানুষ যে ভয় পায় ২৫ বা ৫০ জন পুলিশকেও সেভাবে ভয় পায় না। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ কারচুপির ব্যাপারে বই পর্যন্ত প্রকাশ করেছে। তাছাড়া সেনা সদস্যরা বিশেষ বিশেষ এলাকায় জোটপ্রার্থীদের পক্ষে এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছেন এমন অভিযোগও নির্বাচনের পর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর যেসব এলাকায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করা হয়েছে সে ব্যাপারে সরকার বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। কেননা সেনাবাহিনী একটি সুশৃপখল-নিরপেক্ষ সংস্থা।

যাই হোক, নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে দেশে সরকারি ও বিরোধী পক্ষের পরস্স্লরবিরোধী অবস্থানের কারণে আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে এ অবস্থায় সেনাবাহিনী কোন অবস্থাতেই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়াবে না এবং গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার পক্ষে সেনাপ্রধানের দৃঢ় অঙ্গীকার সংক্রান্ত 'ঠিকানা' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার একটি তাৎপর্যপুর্ণ ঘটনা। 'তৃতীয় শক্তি বুদ্ধিজীবীদের শক্তি, আমরা কোন শক্তি নই, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী' সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমদের এই সুস্স্লষ্ট বক্তব্য দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে বলেই পর্যবেক্ষকমহলের ধারণা।

[লেখক ঃ সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা'র সম্স্লাদক]